প্রথম আলো

তারিখ 5 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের বিরুদ্ধে সাংসদের মামলা

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

দুর্নীতি, জালিয়াতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী শহীদুল্লাহ, সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহমদ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদসহ ১৮ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জয়দেবপুর থানায় মামলা হয়েছে। গাজীপুর-১ আসনের সাংসদ ও ভূমি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আ ক ম মোজাম্মেল হক বাদী হয়ে গত সোমবার রাতে ওই মামলা করেন।

জয়দেবপুর থানার ওসি এস এম কামরুজ্জামান জানান, মামলাটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে গতকাল মঙ্গলবার দুর্নীতি দমন কমিশনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এর আগেও মোজাম্মেল হক ২৯ জুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় ১৩ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে জয়দেবপুর থানায় এক কোটি চার লাখ ৬৩ হাজার ৩৯৪ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করেন। ওই মামলায় দুদক ইতিমধ্যে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষকে তলব করেছে।

গতকাল দায়ের হওয়া মামলার অন্য আসামিরা হলেন: বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক (রসায়ন) ড. ফকির রফিকুল আলম, অর্থ ও হিসাব শাখার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন, রেজিস্ট্রার (চলতি দায়িত্ব) ফাহিমা সুলতানা, উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন) দিলরুবা বেগম, প্রক্টর ও উপ-রেজিস্ট্রার এইচ এম তায়েহীদ জামাল (শিপু), আইনবিষয়ক ইউনিটের উপ-রেজিস্ট্রার মো. সিদ্দিকুর রহমান, উপাচার্য দপ্তরের উপ-রেজিস্ট্রার মো. মোস্তাফিজুর রহমান ও মো. হাছানুর রহমান, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দপ্তরের উপ-পরিচালক মো. আতাউর রহমান, পরিষদ শাখার উপ-রেজিস্ট্রার জয়ন্ত ভট্টাচার্য, কম্পিউটার ও আইসিটি ইউনিটের পরিচালক মো. মুমিনুল ইসলাম, উপ-রেজিস্ট্রার এনামুল করিম প্রমুখ।

মামলার এজাহারে বলা হয়, জাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৩০ জনকে আদালত চাকরিচ্যুত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু রায় উপেক্ষা করে এবং চাকরিচ্যুতদের সঙ্গে যোগসাজশে এ বছরের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন-ভাতা দেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় আসামিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।